সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩২৫
WEEKLY BOOKLET: 325

ফয়যানে
"জুমাদিউল উলা" ও "জুমাদিউল উখরা"

- সঠিক নাম এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ ০৩
- সারা বছরের অভাব থেকে নিরাপত্তা ০৪
- মুমিনের জন্য বসন্ত ঋতু ১২
- [illegible] ২১

উপস্থাপক
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
দা'ওয়াতে ইসলামী
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে "জুমাদিউল উলা" ও "জুমাদিউল উখরা"[১]

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিপালক! যে কেউ এই "ফয়যানে "জুমাদিউল উলা" ও "জুমাদিউল উখরা" পুস্তিকাটি পাঠ করবে বা শুনে নিবে, তাকে আরবী মাস সমূহের আদব নসীব করো এবং তার পিতা মাতাসহ তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকে, ফিরিশতারা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করতে থাকে, এখন বান্দার ইচ্ছা, কম পড়বে নাকি বেশি।

(ইবনে মাজাহ, ১/৪৯০, হাদীস ৯০৭)

বেঠতে, উঠতে, জাগতে, সুতে হো ইলাহী মেরা শিয়ার দুরূদ
(যওকে নাত, ১২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই পুস্তিকাটি আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব "ইসলামী মাহিনো কে ফাযায়িল" থেকে জুমাদিউল উলা এবং জুমাদিউল উখরা মাসের ব্যাপারে প্রস্তুত করা হয়েছে। **(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)**

www.dawateislami.net

"জুমাদিউল উলা ও জুমাদিউল উখরা" নাম রাখার কারণ

আরবী বছরের পঞ্চম মাস হলো "জুমাদিউল উলা" আর ৬ষ্ট মাস হলো "জুমাদিউল উখরা" আরবী মাস সমূহের সম্পর্ক যেহেতু চাঁদের সাথে এবং চাঁদের আবর্তনের ফলে এই মাসগুলোতে ঋতু পরিবর্তন হয়ে থাকে। একটি ঋতু কোন মাসে আসলে তা আগামী কয়েক বছর পর অন্য কোন মাসে আসে, তাই ঋতুকে আরবী মাসের সাথে নির্দিষ্ট করা যায় না কিন্তু এই মাসগুলোর নামকরণ করা হয়েছে, তখন ঐ পঞ্চম ও ষষ্ট মাসে এতোবেশি শীত পড়তো যে, পানি জমে যেতো আর জুমাদা অর্থ হলো "জমে যাওয়া" এই হিসেবে পঞ্চম মাসকে "জুমাদিউল উলা" আর ষষ্ট মাসকে "জুমাদিউল উখরা" বলা হয়ে থাকে।

(তাফসীরে ইবনে কাসির, সূরা তাওবা, ৩৬নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/১২৯)

www.dawateislami.net

সঠিক নাম এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ[১]

শাব্দিক ভাবে এই দু'টি মাসের সঠিক নাম ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ হলো: জুমাদাল উলা (جُ-مَ-ا-دَ-لْ-اُ-و-لیٰ) জুমাদাল উখরা (جُ-مَ-ا-دَ-لْ-اُ-خْ-رٰ) জুমাদাল আখিরা (جُ-مَ-ا-دَ-لْ-آ-خِ-رَ-ةْ)।

জুমাদিউল উলা কিভাবে অতিবাহিত করবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নিজের আখিরাতের উন্নতির জন্য সারা বছরই ফরয ও ওয়াজিবের অনুসরণের পাশাপাশি নফল ইবাদতেরও ব্যবস্থা করা উচিৎ, কেননা **আল্লাহ পাক তাঁর** বান্দাদের প্রত্যেক নেক আমলের উপর দয়া ও অনুগ্রহের রিমঝিম বৃষ্টি বর্ষণ করেন, বিশেষ করে কিছু মাসের বিশেষ দিন ও এর রাত সমূহে **তাঁর** রহমতের নদীর স্রোত বৃদ্ধি পায়, **তাঁর** রহমত পেতে এবং ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এতে বিশেষ ইবাদত ও অযিফার জন্য প্রতিদান

---

১. প্রসিদ্ধ নাহুর ইমাম ফারা বলেন: كُلُّ الشُّهُوْرِ مُذَكَّرَةٌ اِلَّا جُمَادَيَيْن অর্থাৎ সকল মাসের নাম হলো পুংলিঙ্গ, দু'টি জুমাদি মাস ব্যতীত (অর্থাৎ জুমাদিউল উলা এবং জুমাদিউল উখরা বা আখির) এই দু'টি মাসের নাম হলো স্ত্রীলিঙ্গ।

(আশ শামারিখ ফি ইলমিত তারিখ, ১৩ পৃষ্ঠা)

যখন "জুমাদি" শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, তখন এই স্বভাবও স্ত্রী-বাচক উল্লেখ করা হবে, তাই "জুমাদিউল আউয়াল" এবং "জুমাদিউল আখির" বলবো না, কেননা "আউয়াল" ও "আখির" শব্দ দু'টি পুংলিঙ্গ বরং "জুমাদিউল উলা" এবং "জুমাদিউল উখরা" বলা উচিৎ। অনুরূপভাবে ষষ্ঠ মাসকে "জুমাদিউস সানি"ও বলা যাবে না, কেননা সানি সেখাহে আসে, যেখানে এর পর তৃতীয় আসে, অথচ এখানে তৃতীয় নেই। **(গিয়াসুল লুগাত, বাবুল জীম, ১৯৪-১৯৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

ও সাওয়াবের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। জুমাদিউল উলা মাসেও ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে এবং অধিকহারে প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জনের জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের অভ্যাস এবং তাঁদের বর্ণিত ইবাদত ও কিছু অযিফা এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে, **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া হলো, আমাদেরকে এই সম্মানিত মাসে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য অধিকহারে ইবাদত করার তৌফিক দান করুক।

প্রথম রাতের নফল সমূহ

জাওয়াহেরে খামসায় রয়েছে যে, জুমাদিউল উলার প্রথম তারিখে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বিশ রাকাত নামায পড়তেন এবং প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) পাঠ করতেন। নামায থেকে অবসর হওয়ার পর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করতেন।

(জাওয়াহেরে খামসা, ২১ পৃষ্ঠা)

খলিফায়ে মুফতিয়ে আযম হিন্দ, ফয়যে মিল্লাত, হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ফয়েয আহমদ ওয়াইসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اِنْ شَآءَ الله এই নামাযের বরকতে **আল্লাহ পাক** অসংখ্য নামাযের সাওয়াব দান করবেন।

(ইসলামী মাহিনো কে ফাযায়িল ও মাসায়িল, ৬৫ পৃষ্ঠা)

জাওয়াহেরে খামসায় রয়েছে: প্রথম রাতে দুই রাকাত নামায এমনভাবে আদায় করুন যে, প্রথম রাকাতে সূরা

www.dawateislami.net

ফাতিহার পর সূরা জুমা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুযযাম্মিল পাঠ করবে। (জাওয়াহেরে খামসা, ২১ পৃষ্ঠা)

যে এই মাসের প্রথম রাত এবং প্রথম দিনে চার রাকাত নামায পড়বে আর প্রতি রাকাতে (সূরা ফাতিহার পর) এগারো বার সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) পড়বে তবে **আল্লাহ পাক** ৯০ বছরের ইবাদত তার আমলনামায় লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন আর ৯০ হাজার বছরের গুনাহ আমলনামা থেকে মুছে দেন। (জাওয়াহেরে গাইবী, ৬১৮ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লমা মুফতী মুহাম্মদ ফয়েয আহমদ ওয়াইসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, প্রথম তারিখে মাগরিবের নামাযের পর ৮ রাকাত নামায চার সালাম সহকারে পড়বে, প্রথম এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) এগারো বার করে পড়বে। এই নামায খুবই উত্তম আর তা আদায় করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله অসংখ্য ইবাদতের সাওয়াব **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে দান করা হবে।

(ইসলামী মাহিনো কে ফাযায়িল ও মাসায়িল, ৬৫ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় রাতের নফল সমূহ

জাওয়াহেরে খামসায় রয়েছে: তৃতীয় রাতে বিশ রাকাত দশ সালাম সহকারে পড়ুন এবং প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর দশবার করে সূরা কদর পড়ুন। নামাযের পর

www.dawateislami.net

সকাল পর্যন্ত এই তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন: يَاعَظِيْمُ تَعَظَّمْتَ بِعَظَمَتِكَ وَالْعَظَمَةُ فِيْ عَظَمَتِكَ يَاعَظِيْم۔ (**অনুবাদ:** হে মহত্বান! তুমি তোমার মহত্বের কারণে মহত্বান, আর হে মহত্বান! সত্যিকার মহত্ব হলো তোমারই মহত্ব।) (জাওয়াহেরে খামসা, ২১ পৃষ্ঠা)

সাতাশতম রাতের নফল সমূহ

জাওয়াহেরা খামসায় রয়েছে: এই মাসের সাতশ তারিখে ৮ রাকাত দুই সালাম সহকারে পড়ুন এবং প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ওয়াদ্বোহা একবার করে পড়ুন অতঃপর এই তাসবীহ পাঠ করুন: سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ (**অনুবাদ:** তিনি পবিত্র, নির্দোষ ফিরিশতা ও রুহদের প্রতিপালক।) (জাওয়াহেরে খামসা, ২২ পৃষ্ঠা। লাতায়িফে আশরাফ, ২/২৩১)

জুমাদিউল উলার রোযা

হযরত শাহ কলিমুল্লাহ শাহ জাহাঁবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই মাসের দ্বিতীয়, বারোতম ও একুশতম রোযা রাখার অনেক সাওয়াব রয়েছে।

(মুরাকায়ে কালিমী, ১৯৯ পৃষ্ঠা। জাওয়াহেরে গাইবী, ৬১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জুমাদিউল উখরা কিভাবে অতিবাহিত করবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সকল আরবী মাসের মতো জুমাদিউল উখরাও খুবই কল্যাণ ও বরকতের মাস এবং এই মাসের ইবাদত খুবই ফযীলত পূর্ণ। এই মাস হলো মাহে রযবের স্বাগত মাস, যেনো এতে ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো রযব মাসের সম্মান। এই বরকতময় মাসের ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن হতে বিশেষ ইবাদত ও নফল সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, যা অনুসরণ করে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং এই মাসের বরকত অর্জন করা যায়।

জুমাদিউল উখরার রোযা

জুমাদিউল উখরায় রোযা রাখার ব্যাপারে হযরত শাহ কলিমুল্লাহ শাহ জাহাঁবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এই মাসের প্রথম, পনোরোতম এবং শেষ তারিখে রোযা রাখার অনেক সাওয়াব রয়েছে। (মুরাকায়ে কালিমী, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

প্রথম রাতের নফল সমূহ

জাওয়াহেরে খামসায় রয়েছে: জুমাদিউল উখরার প্রথম রাতে দুই রাকাত নামায পড়ুন এবং সালাম ফিরানোর পর অধিকহারে ইস্তিগফার পাঠ করুন। (জাওয়াহেরে খামসা, ২২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সারা বছরের অভাব থেকে নিরাপত্তা

যেই ব্যক্তি বারো রাকাত ছয় সালাম সহকারে পরবে এবং প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কুরাইশ (لِاِیْلٰفِ قُرَیْشٍ) পাঠ করবে আর নামায শেষ করে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে অভাব এবং নিংস্ব হওয়া থেকে এক বছর পর্যন্ত নিরাপদ রাখবেন। (জাওয়াহেরে খামসা, ২২ পৃষ্ঠা)

ফয়েযে মিল্লাত, হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ফয়েয আহমদ ওয়াইসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن থেকে বর্ণিত যে, এই মাসে যে ব্যক্তি চার রাকাত নফল আদায় করবে এবং প্রতি রাকাতে (সূরা ফাতিহার পর) সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ) তেরো (১৩) বার পাঠ করবে, তাহলে **আল্লাহ পাক** তার অসংখ্য গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তার আমলনামায় অনেক নেকী অন্তর্ভূক্ত করবেন।

(ইসলামী মাহিনো কে ফাযায়িল ও মাসায়িল, ৬৭ পৃষ্ঠা)

সম্মান ও মহত্বের সুসংবাদ

ফয়েযে মিল্লাত, হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ফয়েয আহমদ ওয়াইসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি জুমাদিউল উখরার একুশ থেকে শেষ তারিখ পর্যন্ত প্রতি রাতে ইশার নামাযের পর বিশ রাকাত নামায দশ সালাম সহকারে পড়বে ও প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ)

www.dawateislami.net

একবার করে পড়বে, **আল্লাহ পাক** এই নামায আদায়কারীকে সম্মান ও মহত্ব দান করবেন।

(ইসলামী মাহিনো কে ফাযায়িল ও মাসায়িল, ৭০ পৃষ্ঠা)

জাওয়াহেরে খামসায় রয়েছে: একুশতম রাত থেকে শেষ তারিখ পর্যন্ত অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি রাতে বিশ রাকাত নামায আদায় করতেন।

(জাওয়াহেরে খামসা, ২২ পৃষ্ঠা)

শেষ দশকের আমল সমূহ

অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই মাসের শেষ দশকে রজবুল মুরাজ্জবের স্বাগতের জন্য রোযা রাখতেন।

(জাওয়াহেরে খামসা, ২২ পৃষ্ঠা)

ফয়েযে মিল্লাত, হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ফয়েয আহমদ ওয়াইসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জুমাদিউল উখরার শেষ তারিখে রোযা রাখা রজব শরীফকে স্বাগত জানানোর জন্য উত্তম বলে বিবেচিত। (ইসলামী মাহিনো কে ফাযায়িল ও মাসায়িল, ৭০ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৫৯৭ হি:) বলেন: মানুষের উচিৎ যে, রজব শরীফের আগমনের পূর্বে রজবকে সম্ভাষণের জন্য নিজেকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে, নিজের সকল ভুলভ্রান্তি নিজের সকল গুনাহের প্রতি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে **আল্লাহ পাকের**

www.dawateislami.net

দরবারে তাওবা করা এবং তাওবার মাধ্যমে নিজের অন্তরকে গুনাহের আবর্জনা থেকে পবিত্র করে নিন।

(আন নূর ফি ফাযায়িলিল আইয়ামি ওয়াশ শুহুর, ১২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুমাদিউল উলা ও উখরার ভিন্ন ইবাদত সমূহ

এমন অনেক নেকী রয়েছে, যার মাধ্যম প্রতি মাসে প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন করতে পারেন। নিয়মিত ফরয সমূহ আদায়ের পাশাপাশি জুমাদিউল উলা ও জুমাদিউল উখরায় এই নেকী সমূহও করুন এবং **আল্লাহ পাকের** অশেষ রহমত ও বরকত অর্জন করুন।

রোযার জন্য মাসের উত্তম দিন সমূহ

হযরত ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতি মাসের উত্তম দিনগুলোর ব্যাপারে বলেন: মাসের প্রথম, মধ্যবর্তী এবং শেষদিন আর মাঝখানে আইয়ামে বীদ্ব অর্থাৎ চন্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখ। এগুলো ফযীলতপুর্ণ দিন, এতে রোযা রাখা এবং অধিকহারে দান করা মুস্তাহাব, যাতে এই সময়ের বরকতে তার প্রতিদান দ্বিগুণ হয়।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৩১৮)

www.dawateislami.net

হযরত আবু যর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে আবু যর! যখন তুমি প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখবে, তা তেরোতম, চৌদ্দতম এবং পনেরোতম দিন রাখো। (তিরমিযী, ২/১৯৩, হাদীস ৭৬১)

হযরত আবু উসমান নাহদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন; আমি সাতদিন পর্যন্ত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মেহমান ছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! আপনি কিভাবে রোযা রাখেন বা আপনার রোযা কেমন হয়? বললেন: আমি মাসের শুরুতে তিনটি রোযা রাখি আর যদি কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই তবে মাসের শেষে তিনটি রোযা রেখে নিই। (মুসনাদে আহমদ, ৩/২৬৮, হাদীস ৮৬৪১)

সারা মাসের সাওয়াব

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দরবারে আরয করা হলো: আইয়ামে বীদ্বে রোযা রাখলে কি সারা মাসের রোযার সাওয়া পাওয়া যায়? বললেন: হ্যাঁ! প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা তেরো, চৌদ্দ, পনেরো বা সাতাশ, আটশ, উনত্রিশ, এর মধ্যেই রোযা রাখবে, সাওয়াব সমান। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৪১৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের আইয়ামে বীদ্বের তিনটি রোযা রাখার আদেশ দিতেন এবং ইরশাদ করতেন: এটা এক মাসের রোযার সমান। (নাসায়ী, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪২৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি মাসের আইয়ামে বীদ্বের রোযা রাখার উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং বুযুর্গানে দ্বীনেরা প্রতি মাসে রোযার জন্য উত্তম দিন বর্ণনা করেন, তাই আমাদের উচিৎ যে, এই মাসেও রোযা রাখা যাতে অশেষ রহমত ও বরকত অর্জিত হয়।

মুমিনের জন্য বসন্ত ঋতু

শুরুতেই বলা হয়েছে যে, যখন মাস সমূহের নাম রাখা হয় তখন এই পঞ্চম ও ষষ্ট চন্দ্র মাসে অনেক বেশি শীত ছিলো, যার কারণে পঞ্চম ও ষষ্ট মাসের নাম জুমাদিউল উলা ও ষষ্ট মাসের নাম জুমাদিউল উখরা রাখা হয়। সেই হিসেবে এখানে শীতকালে কৃত নেক আমলের ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কিছু উক্তি এবং তাঁদের ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

www.dawateislami.net

রোযা রাখুন এবং কিয়াম করুন

শীত হোক বা গরম, সকল ঋতুই হলো ইবাদতের ঋতু, কিন্তু শীতে কম সময়ে বেশি সাওয়াব অর্জন করা তুলনামুলক সহজ, কেননা শীতের দিন ছোট হয়ে থাকে, রাত দীর্ঘ ও পরিবেশ ঠান্ডা হয়ে থাকে। যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শীতের ঋতু মুমিনের জন্য বসন্ত ঋতু হয়ে থাকে, কেননা এতে দিন ছোট হয়, তো মুমিন এতে রোযা রাখে আর রাত দীর্ঘ হয় তো তারা এতে কিয়াম করে (অর্থাৎ নফল নামায পড়ে)। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪১৬, হাদীস ৩৯৪০)

শীত মুমিন বান্দার জন্য বসন্ত ঋতু এই জন্য যে, তারা এই ঋতুতে আনুগত্যের বাগানে বিচরণ করে আর ইবাদতের ময়দানে ঘুরে বেড়ায়, তাছাড়া শীতে সহজেই আদায় কৃত নেক আমলের পুষ্প মন ও প্রাণকে সতেজ করে। যেমন বসন্ত ঋতুতে চারণভূমিতে পশু চড়ে বেড়ায় এবং খুবই সুস্থ ও মোটাতাজা হয়ে যায়, অনুরূপ ভাবে শীতের ঋতুতে **আল্লাহ পাক** আপন ইবাদতের যেই সহজতা প্রদান করেছেন তার বরকতে মুমিন বান্দার দ্বীন ও ঈমানও দৃঢ় হয়ে যায়, কেননা যখন শীতকাল আসে তখন মুমিন বান্দা ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ব্যতীতই দিনে রোযা রাখতে পারে, এতে দিন

www.dawateislami.net

ছোট ও ঠান্ডা হয়ে থাকে, অতএব রোযার কষ্ট অনুভব হয় না। (লাতায়িফুল মাআরিফ, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

শীতল গণিমত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শীতের রোযা হলো শীতল গণিমত। (তিরমিযী, ২/২১০, হাদীস ৭৯৭)

এর ব্যাখ্যা হলো: শীতের রোযাকে শীতল গণিমত বলার কারণ হলো যে, এটি এমন গণিমতের মাল, যা কোন যুদ্ধ, ক্লান্তি বা কষ্ট ব্যতীতই হাতে আসে, তাই মুজাহিদরা এই গণিমত সহজেই কুঁড়িয়ে নেয়। (লাতায়িফুল মারিফ, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

ইবাদত বৃদ্ধি করার ঋতু

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن শীতকালের আগমনে খুশি হতেন এবং একে ইবাদত বৃদ্ধি করার ঋতু হিসেবে ঘোষণা দিতেন, যেমনটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শীতকালের আগমনে বলতেন: শীতকে সুস্বাগতম, এতে **আল্লাহ পাকের** রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে যে, রাত্রি জাগরণকারীদের জন্য এর রাত দীর্ঘ আর রোযাদারদের জন্য দিন ছোট হয়ে থাকে।

(মুসনাদিল ফেরদাউস, ৪/১৬৪, হাদীস ৬৫১৩)

www.dawateislami.net

এই বাণীর ব্যাখ্যায় রয়েছে: শীতের রাত দীর্ঘ হয়ে থাকে, অতএব এটা সম্ভব হয় যে, রাতের এক অংশে আরাম করে নিলো অতঃপর এক অংশ **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে অতিবাহিত করলো। এভাবে মুমিন বান্দা নামায পড়ে নেয়, কুরআনে পাকের বিশেষ অংশ তিলাওয়াত করে নেয় এবং শরীরের তার চাহিদা অনুযায়ী ঘুমও লাভ হয়, এভাবে শীতের রাতে মুসলমান নিজের দ্বীনি উপকারীতাও অর্জন করে নেয় এবং তার শরীরেরও প্রশান্তি অর্জিত হয়ে যায়।

(লাতায়িফুল মাআরিফ, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

শীতে ইবাদত সম্পর্কিত বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী সমূহ

আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা শীতের দিনে ইবাদত করাকে পছন্দ করতেন।

হযরত ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দীর্ঘ রাত, তাকে ঘুম দ্বারা ছোট করো না এবং পবিত্র দিন, তাকে গুনাহ দ্বারা ময়লাযুক্ত করো না। **(সিফতুস সাফওয়া, ৪/৮৭)**

হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শীতকাল মুমিন বান্দার জন্য কতইনা উত্তম দিন! রাত লম্বা হয়ে থাকে, বান্দা রাতে নামাযের জন্য কিয়াম করে এবং দিন ছোট হয়ে থাকে, তো বান্দা রোযা রেখে নেয়। **(লাতায়িফুল মাআরিফ, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

যখন শীতকাল আসে তখন হযরত উবাইদ বিন উমাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে কুরআন ওয়ালা! তোমাদের কুরআন পড়ার জন্য রাত লম্বা হয়ে গেছে, অতএব কিয়ামে অধিকহারে তিলাওয়াত করো আর তোমাদের রোযার জন্য দিন ছোট হয়ে গেলো, অতএব রোযা রাখো।

(আহাদিসিশ শিতায়ি, ৯৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শীতের কারণে ইবাদতে অলসতা করবেন না, বরং শীতের কষ্টে ধৈর্যধারন করে اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَحْمَزُهَا অর্থাৎ উত্তম ইবাদত হলো তা, যাতে কষ্ট বেশি হয়। (তাফসীরে কবীর, বাকারা, ৩৪নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৪৩১) এর উপর আমল করুন এবং ঐ সকল বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن স্মরণ করুন, যারা প্রচন্ড শীতের রাত **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে অতিবাহিত করতেন, ঘুম দূর করার জন্য ঠান্ডা পানি দিয়ে অযু করতেন।

শীতের দিনে বুযুর্গানে দ্বীনের ইবাদতের ঘটনাবলী

(১) হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম যুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শীতের দিনে ছাদের উপর আর গরমের দিবে ঘরের ভেতর নামায পড়তেন আর সকাল পর্যন্ত শীত ও গরমের কারণে জাগ্রত থাকতেন এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে আযর

www.dawateislami.net

করতেন: হে **আল্লাহ পাক**! এটা সাফওয়ানের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা ছিলো আর তুমিই অধিক জানো।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৮৬, নাম্বার ৩৬৪৫)

(২) হযরত সাফওয়ান এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن শীতের রাতে একটি কাপড়ে নামায পড়তেন, যাতে শীতের কারণে ঘুম দূর হয়ে যায়। কিছু বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ইবাদতে ঘুম আসলে তবে পানিতে ডুব দিতেন এবং বলতেন: এই পানি (দোযখীদের) পুঁজের পানি থেকে হালকা। **(লাতায়িফুল মাআরিফ, ৩৭৫ পৃষ্ঠা)**

আখিরাতের চিন্তার একটি ধরন

(৩) হযরত যুবাইদ ইয়ামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠলেন, অযুর পাত্রে হাত দিলে তখন পানি অনেক ঠান্ডা ছিলো এবং ঠান্ডার কারণে জমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। ঠান্ডা অনুভব হলে তখন তাঁর জাহান্নামের যামহারির[১] স্মরণ এসে গেলো, সারারাত এভাবেই কেটে গেলো এবং সকাল পর্যন্ত তিনি পাত্র থেকে হাত বের করলেন

১. যামহারির হলো প্রচন্ড রকমের ঠান্ডা, যা কাফেরদেরকে আযাব দেয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছে। **(আন নাহায়াতু ফি গরীবুল আসার, ২/২৮৩)** তা নিজের শীতলতা দিয়ে এমনভাবে জ্বালায়, যেমনটি আগুন তার গরম দিয়ে জ্বালায়।

(তাফসীরে খাযিন, সূরা সোয়াদ, ৫৭নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/৪৭)

www.dawateislami.net

না। সকালে তাঁর বাঁদী এলো, তখন তিনি এই অবস্থায় ছিলেন, বাঁদী বললো: জনাব! আপনার কি হয়ে গেলো? আপনি গতরাতে অভ্যাস অনুযায়ী তাহাজ্জুদের নামাযও পড়েননি এবং এখানে সেভাবেই বসে রয়েছেন। হযরত যুবাইদ ইয়ামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: **আল্লাহ পাক** তোমার প্রতি দয়া করুন, এটাই হলো যে, আমি পাত্রে হাত দেয়ায় ঠান্ডা পানির কারণে কষ্ট হলো অতঃপর আমার যামহরির স্মরণ এসে গেলো, আল্লাহর শপথ! তোমার এখানে আসার পর্যন্ত আমার এই পানির ঠান্ডা অনুভব হয়নি। (সিফতুস সাফওয়া, ৩/৬৪)

(৪) হযরত দাউদ বিন রুশাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি কোন শীতের রাতে নামাযের জন্য অযু করতে উঠলেন, পানি খবুই ঠান্ডা অনুভব হলো, তিনি কান্না করতে লাগলেন, এমন সময় একটি আওয়াজ শুনলেন: তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও? যে, আমি মানুষদের ঘুম পাড়িয়ে দিলাম আর তোমাকে উঠালাম, তুমি এমনভাবে কান্না করছো! (লাতায়িফুল মাআরিফ, ৩৭৪ পৃষ্ঠা)

(৫) হযরত আবু সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এক শীতের রাতে মেহরাবে ছিলাম। ঠান্ডা খুবই কষ্ট দিলো, আমি শীতের কারণে এক হাত লুকিয়ে নিলাম আর দ্বিতীয় হাত দোয়ার জন্য প্রসারিত করলাম। এমন সময় আমার ঘুম এসে গেলো, কেউ বলছিলো: হে আবু সুলাইমান!

www.dawateislami.net

এক হাতে আমি রেখে দিলাম, যা রাখার, যদি অপর হাতও থাকতো তবে তাতেও অবশ্যই রাখতাম। হযরত আবু সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এরপর আমি নিজের সাথে অঙ্গিকার করে নিলাম যে, গরম হোক বা শীত সর্বদা উভয় হাত প্রসারিত করেই দোয়া করবো।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/২৭২, নাম্বার ১৩৮৭০)

যাঁদের জন্য শীত গরম সমান ছিলো

অনেক বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن জন্য শীত ও গরম সমান ছিলো। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জন্য দোয়া করলেন যে, **আল্লাহ পাক** তাঁর থেকে গরম ও শীত দূর করে দাও। অতএব হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শীতের দিনে গরমের কাপড় পরিধান করতেন আর গরমের দিনে শীতের (মোটা) কাপড়কে ধন্য করতেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/২৭২, নাম্বার ১৩৮৭০)

এক তাবেঈ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শীতে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে অনেক কষ্ট হয়েছিলো, তিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করলেন, অতএব (তাঁর দোয়া কবুল হলো এবং) শীতকালে তাঁর নিকট পানি আসতো তবে গরমের কারণে তাতে ভাঁপ উঠতো।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/২৭২, নাম্বার ১৩৮৭০)

www.dawateislami.net

হযরত আবু সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হজ্বের সফরের সময় এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখলেন যে, প্রচন্ড শীতে ময়লা কাপড় পরিধান করে আছেন এবং ঘামে ভিজে যাচ্ছিলেন। হযরত আবু সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আশ্চার্য লাগলো, তিনি বুযুর্গকে কুশলাদী জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন: গরম ও শীত তো **আল্লাহ পাকের** দু'টি সৃষ্টি, **আল্লাহ পাক** আদেশ করেছেন যে, শীত ও গরম আমার উপর ছেয়ে যাক, তাই আমার শীত ও গরম লাগছে আর যদি **আল্লাহ পাক** আদেশ করতেন তবে শীত ও গরম আমার কাছেও আসতো না। সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বললেন: আমি ত্রিশ বছর যাবত এই জঙ্গলে আছি, **আল্লাহ পাক** আমাকে শীতে তাঁর ভালোবাসার গরম উত্তাপ দান করেন আর গরমে আমি আমার ভালোবাসার শীতলতা প্রদান করি। (লাতায়িফুল মাআরিফ, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শীতের দিনে অনেক লোক নিজের দারিদ্রতার কারণে পরিবার ও সন্তানদের জন্য শীত থেকে বাঁচার গরম পোশাক ইত্যাদি কিনার সামর্থ্য রাখেনা, এমতাবস্থায় আমরা যদি তাদের সাহায্য করি তবে এতে আমাদের জন্য প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে। লাতায়িফুল মাআরিফে রয়েছে যে, শীতের দিনে গরীবদেরকে শীতের জিনিস দান করা অনেক ফযীলত পূর্ণ আমল।

(লাতায়িফুল মাআরিফ, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

একটি জামার পবিরর্তে জান্নাতে প্রবেশাধিকার

হযরত সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো যে, সিরিয়াবাসীদের মধ্যে এক ব্যক্তি এসে বললো: আমাকে হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম যুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে বলুন, আমি তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখেছি। জিজ্ঞাসা করা হলো কোন আমলের কারণে? সে বললো: কাউকে একটি জামা পরিধান করানোর কারণে। হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম যুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে কেউ এই জামার আলোচনা করেছিলো তখন তিনি বলেন: একবার প্রচন্ড শীতের রাতে মসজিদ থেকে বের হলেন তখন একজন উলঙ্গ লোকের উপর দৃষ্টি পড়লো, আমি আমার জামা খুলে তাকে পরিধান করিয়ে দিলাম। (লাতায়িফুল মাআরিফ, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

নেককার উজির

এক নেককার উজিরকে বলা হলো যে, এক মহিলার চারজন এতিম সন্তান নগ্ন ও ক্ষুধার্ত। উজির এক লোককে আদেশ দিলো যে, এখনই যাও এবং তার প্রয়োজনীয় কাপড় ও খাবার ইত্যাদি তাকে পৌঁছে দাও। অতঃপর উজির নিজের (গরম) পোশাক খুলে নিলো এবং শপথ করলো যে, আল্লাহর শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত পোশাক পড়বো না আর না কোন

www.dawateislami.net

কিছু গরম নিবো যতক্ষণ এই লোক আমাকে ফিরে এসে বলবে না যে, সেই ইয়াতিমদের পোশাক পরিধান করিয়ে দিয়েছি এবং তাদের পেট ভরে দিয়েছি। অতএব সেই লোক চলে গেলো আর যখন ফিরে এসে বললো যে, ইয়াতিমরা পোশাক পরিধান করে নিয়েছে আর পেট ভরে খাবার খেয়েছে তখন নেককার উজির নিজের (গরম) পোশাক আবার পরিধান করে নিলো। নেককার উজির তখন শীতে কাঁপছিলো। (লাতায়িফুল মাআরিফ, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক আমাদেরও গরীব, ইয়াতিমের প্রয়োজনীয়তার প্রতি খেয়াল রাখার এবং তাদের সাথে সদাচরণ করার তৌফিক দান করুন এবং জুমাদিউল উলা ও জুমাদিউল উখরায় ঋতু যেমনই হোক অধিকহারে ইবাদত করার তৌফিক দান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৮২০০৭৮৫১৭

আল-কারাম শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫০০৫৮৬

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৫৭৮১০২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net